পাট চাষে বিস্তারিত বিবরণী

জাত পরিচিতি

জাতের নাম : সিসি-৪৫

জনপ্রিয় নাম : জো-পাট

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৫-১৮০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : আঁশ সাদা।

জাতের ধরণ : দেশি

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আঁশ সাদা। আগাম বপন উপযোগী। কান্ড সবুজ ও ডিম্বাকৃতির, বোটার উপরিভাগে হালকা তামাটে রং থাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৪০-১৬০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৫ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৭ কেজি - ৮ কেজি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ ফেব্রুয়ারি - ১৫ এপ্রিল (৩ ফাল্গুন- ২ বৈশাখ)।

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১১৫-১২০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ২৫-০১-২০১৮।

জাতের নাম : সিভিএল-১

জনপ্রিয় নাম : সবুজ পাট

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০-১৩০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : সাদা

জাতের ধরণ : দেশি

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আঁশ সাদা। কান্ড সবুজ এবং পাতা সবুজ ও বর্শাফলাকৃতির। সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৪০-১৬০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ১১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২-২.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

৩০ মার্চ - ৩০ এপ্রিল (১৫ চৈত্র- ১৫ বৈশাখ)।

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১১৫-১২০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১২-০৫-২০১৭।

জাতের নাম : সিভিই-৩

জনপ্রিয় নাম : আশু পাট

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৫-১১০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : সাদা

জাতের ধরণ : দেশি

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আঁশ সাদা। কান্ড সবুজ, পাতার বোটার উপরিভাগ উজ্জ্বল তামাটে রং। পরিণত বয়সে গাছের ডাল তামাটে রং ধারন করে। পাতা হালকা সবুজ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২০-১৪০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.০-২.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি , অতি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

৩০ মার্চ- ১৫ এপ্রিল (১৬ চৈত্র- ১ বৈশাখ)।

ফসল তোলার সময় :

বপনের ৯০-১০৫ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ২৫-০১-১৮।

জাতের নাম : ডি-১৫৪-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০-১২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : আঁশ সাদা।

জাতের ধরণ : দেশি

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আঁশ সাদা। গাছের কান্ড ও পাতা ঘন সবুজ, পাতার আকার ডিম্বাকৃতি। পরিণত বয়সে কান্ডের আগায় ও ডালে তামাটে রং দেখা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১১৮-১৩৩

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.০০- ২.৫ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান :

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

৩০ মার্চ- ১৫ এপ্রিল (১৫ চৈত্র- ১ বৈশাখ)।

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১১০-১২০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৫-১২-২০১৭।

জাতের নাম : ও-৯৮৯৭

জনপ্রিয় নাম : ফাল্গুনী তোসা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০-১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : সোনালী

জাতের ধরণ : তোষা

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আঁশ সোনালী।গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, আগাম বপন যোগ্য, পাতা লম্বা, চওড়া বর্শাফলাকৃতির, গোঁড়ার দিক থেকে মাথার দিক সরু হয়ে থাকে। বীজের রং ধাতব ধূসর থেকে ধূসর।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২ - ১৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩-৩.৫ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৪ গ্রাম - ২৮ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি , অতি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল (১ চৈত্র- ১৫ বৈশাখ)।

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১২০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৫-১২-২০১৭।

জাতের নাম : এটম পাট-৩৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩০-১৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : সাদা আঁশ

জাতের ধরণ : দেশি

জাতের বৈশিষ্ট্য :আঁশ সাদা। জলমগ্ন থাকাকালে গাছের গোঁড়ার দিকে অস্থানিক মূল কম বের হয়। কান্ড বেসি মজবুত থাকায় উহা ঝড়ে ভেঙ্গে যাবার প্রবণতা কম। জাতটি অন্য জাত উদ্ভাবনে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১১০-১২৭

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৫- ৩.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি , অতি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুন ৩য় সপ্তাহ হতে চৈত্র মাসের শেষ পর্যন্ত (মার্চ-এপ্রিল)।

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩০-১৩৫ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৫-১২-২০১৭।

জাতের নাম : এইচসি-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬০-১৭০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : আঁশ উজ্জ্বল।

জাতের ধরণ : কেনাফ

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ড সবুজ আগার দিকে তামাটে লাল, কান্ড ও পাতায় রোম আছে, ফল ডিম্বাকৃতি, বীজ তিন কোণাকৃতি ধূসর বর্ণের। পাতা সবুজ এবং অখন্ড, পরিণত পাতার কিনারায় তামাটে লাল ছোপ থাকে।অধিক বায়োমাস সম্পূর্ণ এবং কাগজের মন্ড তৈরীর উপযোগী। ফুলের রঙ ক্রিম রঙ এর ভেতরে গাঢ় খয়েরি রঙ, উচ্চফলনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৫

শতক প্রতি ফলন পাট খড়ি (কেজি) :

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি , অতি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

০১ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ বা মার্চ থেকে এপ্রিল

ফসল তোলার সময় :

ভাদ্র থেকে আশ্বিন বা অগাস্ট থেকে সেপ্টেম্বর

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১২-০২-২০১৮।

জাতের নাম : এইচসি-২৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৮০-২১০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : সাদা আঁশ

জাতের ধরণ : মেস্তা

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ড গাঢ় কালচে সবুজ,পূর্বে বেগুনী ছোপ, কান্ডের গায়ে ঘন রোম আছে। পাতা করতলাকৃতি গাঢ় সবুজ, ফুল হাল্কা হলদে রঙের ভেতরে মাঝখানে লালচে খয়েরি রঙের।মেসত্মার ফল ডিম্বাকৃতি ও শীর্ষভাগ সরু। ফলের রঙ লালচে দাগসহ হাল্কা সবুজ। বীজ কিডনি আকারের ও হাল্কা ঘয়েরি রঙ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২৩

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১১ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৮৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

০১ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ বা মার্চ থেকে এপ্রিল

ফসল তোলার সময় :

ভাদ্র থেকে আশ্বিন বা অগাস্ট থেকে সেপ্টেম্বর

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১২-০২-২০১৮।

জাতের নাম : ও-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি জে আর আই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০-১২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : আঁশ সোনালী।

জাতের ধরণ : তোষা

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আঁশ সোনালী। গাছ সবুজ, পাতা সরু আকৃতি ও হালকা সবুজ, দেরিতে পরিপক ,বীজের রং নীলাভ সবুজ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৪০-১৬০ ইঞ্চি বা ৩৫০- ৪০০ সেন্টিমিটার

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৫- ৩.০০ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৪ গ্রাম - ২৮ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

পুরো বৈশাখ মাস (১৫ এপ্রিল - ১৫ মে)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১১০-১২০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৫-১২-২০১৭।

জাতের নাম : ও এম-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি জে আর আই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০-১৩০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : আঁশ সোনালী

জাতের ধরণ : তোষা

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আঁশ সোনালী। গাছ সবুজ, সল্প আলোক সংবেদনশীল ,আগাম বপনযোগ্য, পাতার আকার বড় এবং ডিম্বাকৃতির। পাতার উপরিপৃষ্ঠ উজ্জ্বল চকচকে। বীজের রং গাড় খয়েরী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২০-১৪০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৫০-৩.০০ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

৮ মার্চ - ৩০ এপ্রিল (২৫ ফাল্গুন -৩০ বৈশাখ)।

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১২০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)_১৫-১২-২০১৭।

জাতের নাম : এইচসি- ৯৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০-১৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : আঁশ উজ্জ্বল।

জাতের ধরণ : কেনাফ

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ আকর্ষণীয় সবুজ, পাতা উজ্জ্বল সবুজ ও করতলাকৃতি। ফল ডিম্বাকৃতি, কান্ডে ও পাতায় হাল্কা রোম আছে। ফুলের রঙ ক্রিম রঙের, ভেতওে হাল্কা হলুদ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি , অতি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৬ চৈত্র থেকে ৩০ বৈশাখ বা এপ্রিল থেকে মে

ফসল তোলার সময় :

ভাদ্র থেকে আশ্বিন বা সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১২-০২-২০১৮।

জাতের নাম : বিনা দেশি পাট-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩০-১৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : সাদা

জাতের ধরণ : দেশি

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আঁশ সাদা ,আগাম জাত । কান্ড হালকা সবুজ। জলমগ্ন থাকা কালে অস্থানিক মূল দেরিতে বের হয়। আলোক অসংবেদনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২০-১৪০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২ - ১৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩-৩.৩

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুন শেষ সপ্তাহ হতে চৈত্র মাসের শেষ পর্যন্ত (মার্চ-এপ্রিল)।

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩০-১৩৫ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

জাতের নাম : বিজেআরআই দেশী পাট-৫ (বিজেসি-৭৩৭০)

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০-১২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : সাদা

জাতের ধরণ : দেশি

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আঁশ সাদা। কান্ড সবুজ, পাতা ও বোটার উপরিভাগ হালকা তামাটে রঙের। আগাম ফুল আসে না। প্রচুর বীজ উৎপাদন করে এবং অন্যান্য দেশি জাতের চেয়ে ১৫ দিন আগে বপন করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২০-১৪০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২ - ১৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৭৫-৩.২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি , অতি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ মার্চ - ১৫ এপ্রিল (১ চৈত্র- ১ বৈশাখ)।

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১১০-১২০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ২৫-০১-২০১৮।

জাতের নাম : বিজেআরআই দেশী পাট-৬ (বিজেসি-৮৩)

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৫-১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : সাদা

জাতের ধরণ : দেশি

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আঁশ সাদা। গাছ সবুজ। আগাম, পাতার ফলকের কিনারা ঢেউ খেলানো। তিন ফসলি জমির জন্য উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২০-১২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৫- ৩.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ মার্চ - ১৫ এপ্রিল (১ চৈত্র- ১ বৈশাখ)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ৯০-৯৫ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ৭/১২/১৭

জাতের নাম : বিজেআরআই দেশী পাট-৭ (বিজেসি-২১৪২)

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০-১১০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : আঁশ সাদা

জাতের ধরণ : দেশি

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ সবুজ, আঁশ উজ্জ্বল সাদা। আগাম পাকে ও তাপ সহনশীল। বীজের রং নীল ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৪০-১৮৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১১ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৫- ৩.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ মার্চ - ১৫ এপ্রিল (১ চৈত্র- ১ বৈশাখ)।

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১০০-১১০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১২-১১-২০১৭।

জাতের নাম : বিজেআরআই দেশী পাট-৮ (বিজেসি-২১৯৭)

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি জে আর আই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০-১১৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : আঁশ ধবধবে সাদা।

জাতের ধরণ : দেশি

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আঁশ ধবধবে সাদা। দ্রুত বর্ধনশীল, মৃদু লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও মোজাইক ভাইরাস প্রতিরোধী। কান্ড হালকা লাল, পাতা লম্বা ও বল্লামকৃতি। পাতার বোটার উপরিভাগ উজ্জ্বল তামাটে লাল এবং নিম্নভাগে বোটা ও ফলকের সংযোগ স্থলে আংটির মত গাঢ় লাল গোল দাগ আছে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২০-১৪০ ইঞ্চি বা ৩০০-৩৫০ সেন্টিমিটার

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২ - ১৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

৩০ মার্চ - ৩০ এপ্রিল (১৫ চৈত্র- ১৫ বৈশাখ)।

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১১০-১১৫ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৫-১২-২০১৭।

জাতের নাম : বিজেআরআই তোষা পাট-৪(ও-৭২)

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০-১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : আঁশ সোনালী

জাতের ধরণ : তোষা

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আঁশ সোনালী।গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, দ্রুত বর্ধনশীল, পাতা ডিম্বাকৃতি ও হালকা সবুজ, বীজের রং নীলাভ সবুজ, আগাম বপনযোগ্য।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৫৭-১৭৭

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৫- ৩.০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৪ গ্রাম - ২৮ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ মার্চ - ৩০ এপ্রিল বা ১ চৈত্র- ১৫ বৈশাখ।

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১২০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৫-১২-২০১৭।

জাতের নাম : বিজেআরআই তোষা পাট-৫ (ও-৭৯৫)

জনপ্রিয় নাম : লাল তোষা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি জে আর আই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : আঁশ উজ্জ্বল সোনালী।

জাতের ধরণ : তোষা

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আঁশ উজ্জ্বল সোনালী।গাছ লম্বা,মসৃণ,দ্রুত বর্ধনশীল,কান্ড লাল বা লালচে, পত্র বোঁটার উপর অংশ তামাটে লাল, উপপত্র স্পষ্ট লাল,পাতা লম্বা ও চওড়া,বীজ নীলাভ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২০-১৪০ ইঞ্চি বা ৩০০-৩৫০ সেন্টিমিটার

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৫- ৩.০০ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৪ গ্রাম - ২৮ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

৩০ মার্চ - ৩০ এপ্রিল (১৫ চৈত্র - ১৫ বৈশাখ)।

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১২০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৫-১২-২০১৭।

জাতের নাম : বিজেআরআই তোষা পাট-৬ (ও-৩৮২০)

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি জে আর আই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০-১৩০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : আঁশ উজ্জ্বল সোনালী।

জাতের ধরণ : তোষা

জাতের বৈশিষ্ট্য :

এ জাতটি আলোক সংবেদনশীল, আঁশ উজ্জ্বল সোনালী। গাছ সবুজ,পাতা লম্বা ও বল্লমকৃতি। দেরিতে বপন উপযোগী। দ্রুত বর্ধনশীল ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২০-১৪০ ইঞ্চি বা ৩০০-৩৫০ সেন্টিমিটার

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২ - ১৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.০-৩.৫ টন

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৪ গ্রাম - ২৮ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

৩০ মার্চ- ১৫ মে (১৫ চৈত্র- ১ জ্যৈষ্ঠ)।

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১২০ দিন পর।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৫-১২-২০১৭।

জাতের নাম : বিজেআরআই কেনাফ-৩ (বট কেনাফ)

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০-১৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : সাদা

জাতের ধরণ : কেনাফ

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ড সবুজ, কান্ডের আগার দিকে অনেক উপপত্র থাকে এবং আগার দিকটা অপেক্ষাকৃত মোটা, পরিণত বয়সে সূর্যের আলোতে কান্ড হাল্কা তামাটে রঙ ধারন করতে পারে। কান্ড, পাতা ও ফল অল্প কাটা ও রোম আছে। পাতা অখন্ড, বট পাতার মতো। দ্রুত বর্ধনশীল, দীর্ঘ বপনকাল, জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু, অধিক ফলনশীল ও বায়োমাস সম্পূর্ণ। ফুলের রঙ হাল্কা ক্রিম রঙের মাঝখানে গাঢ় খায়েরি রঙ। ফল ডিম্বাকৃতি, বীজ তিন কোনাকৃতি ধুসর বর্ণের।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৬০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৮ গ্রাম - ৩২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

০১ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ বা মার্চ থেকে এপ্রিল

ফসল তোলার সময় :

ভাদ্র থেকে আশ্বিন বা অগাস্ট থেকে সেপ্টেম্বর

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, কেনাফ ও মেস্তা (বিজেআরআই). প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০৮। কৃষি ডায়েরি-২০১৫।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৪-০২-২০১৮।

পুষ্টিমান :

পাট শাকের পুষ্টিমান(১০০ গ্রাম ওজনের ভিত্তিতে)

শক্তি ৭৩ (কিলোক্যালরি), আমিষ ৩.৬ (গ্রাম), লিপিড ০.৬ (গ্রাম), ক্যালসিয়াম ২৯৮ (মিঃ গ্রাম), লৌহ ১১ (মিঃ গ্রাম), ক্যারেটিন ৬৪০০(মিঃ গ্রাম), ভিটামিন সি ৬৪ (মিঃ গ্রাম)।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

বীজ ও বীজতলা

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

বীজের প্রকারভেদঃ

১। মৌল বীজ ২। ভিত্তি বীজ ৩। প্রত্যায়িত বীজ ৪। মানঘোষিত বীজ ৫। হাইব্রিড বীজ

বীজতলার প্রকারভেদঃ

১। শুকনো বীজতলা ২। ভেজা/কাদাময় বীজতলা ৩। ভাসমান বীজতলা ৪। দাপগ বীজতলা

ভাল বীজ নির্বাচন :
১। উন্নত জাতের রোগ বালাই মুক্ত মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২। বীজ বিশুদ্ধ হতে হবে এবং গজানোর ক্ষমতা ৮০% এর বেশি থাকতে হবে।

৩ । সরকার অনুমোদিত ডিলারদের থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় ক্রয় রশিদ গ্রহণ করতে হবে।

৪। বাজারের খোলা বীজ কেনা যাবে না ।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজ ছিটিয়ে বপন ও বীজ বপন যন্ত্র দিয়ে সারি করে বপন করা হয়।পাটের জন্য আলাদাভাবে বীজতলা প্রস্তুত করতে হয়না। বোরো ধান কাটার ২০-৩০ দিন আগে ধানের জমিতে জো অবস্থায় অর্থাৎ মাটিতে রস থাকা অবস্থায় বোরো ধানের জমিতে পাট বীজ বুনে দিতে হয়। মাটিতে রসের অভাব হলে একটা সেচ দিয়ে নিতে হবে। কিছু দিনের মধ্যে পাটবীজ গজাবে।

বীজতলা পরিচর্চা : যেহেতু বীজতলা তৈরি করতে হয়না। তাই বীজতলার পরিচর্যা বলতে বাড়তি কোন কাজও এক্ষেত্রে করতে হয়না।
তথ্যের উৎস :

কৃষিতথ্যসার্ভিস (এআইএস), ২০-০১-২০১৮।

চাষপদ্ধতি :

উপযুক্ত আবহাওয়াঃ

পাট উষ্ণ ও আদ্র আবহাওয়ার ফসল। পাট উৎপাদন মৌসুমের অনুকূল তাপমাত্রা ২৫-৩৫ ডিগ্রি সেঃ এবং বাতাসের আদ্রতা ৯০% । পাট বর্ষজীবি, দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। ১২৫-২০০সেঃমিঃ বৃষ্টিপাত পাট চাষের জন্য অনুকূল। বৃষ্টিপাতের মধ্যে ৩০সেঃমিঃ ফসলের প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে হলে ফলন বৃদ্ধি পায়। চারা বৃদ্ধি প্রাথমিক অবস্থায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত পাটের জন্য ক্ষতিকর, কারণ চারা অবস্থায় পাট দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না। গাছের দৈহিক বৃদ্ধির সময়ে একান্তরভাবে বৃষ্টিপাত পাটের উচ্চ ফলনে সহায়ক। মার্চ-মে মাসে শিলাবৃষ্টি হলে কচি পাট গাছ ভেঙ্গে ফলন কমে যায়।

বীজ হারঃ

পাটের বীজের অঙ্কুরোদগম ৯০-৯৫% হলে ভাল। পুরাতন বীজ ব্যবহার করা উচিত নয়। পুরাতন বীজ নিম্নমানের হয়।

ছকঃ পাটের বীজের হার

পদ্ধতি	পাটের জাত ও বীজ হার(কেজি/ একর)	
	দেশি পাট	তোষা পাট
সারি পদ্ধতি	২.৪২-২.৮৩	১.৬১-২.০২
ছিটানো পদ্ধতি	৩.২৩-৪.০৪	২.৪২- ৩.২৩

ছিটিয়ে বপন অপেক্ষা সারিতে বুনলে বীজ কম লাগে। সারিতে বপন করলে পাটের আঁশের ফলন ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। সারি পদ্ধতিতে চাষ করলে আন্তঃপরিচর্চা ও বালাইনাশক প্রয়োগ সহজ।

বীজ শোধনঃ পাট ফসলে প্রধানত বীজবাহিত (Seed borne) রোগ হয়। যেমন-

কাল পট্টি (Black band), কান্ড পচা (Stem rot), এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)

বীজ শোধন করলে এই রোগসমূহের আক্রমনের কমে যায়। বীজ শোধনের জন্য বিস্তারিত জানতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পাটের বীজ বপনঃ

আমাদের দেশে সাধারণত ছিটিয়ে পাটের বীজ বপন করা হয়। এক্ষেত্রে শেষ চাষ দেওয়ার পর বীজ ছিটিয়ে এবং মই দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। জমিতে বড় বড় ঢেলা থাকলে বোনার পর পর মুগুর দিয়ে তা ভেঙ্গে দিতে হবে। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে দেশি পাটের সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫সেমি এবং তোষা পাটের জন্য ২৫-৩০ সেমি। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব উভয় পাটের ক্ষেত্রে ৫-৭সেমি।

চারা পাতলাকরণঃ

জমিতে গাছের সংখ্যা বেশি হলে চারা পাতলা করা প্রয়োজন। অধিক সংখ্যক চারা গাছের জন্য অধিক পরিমাণ খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজন হয়। গাছের সংখ্যা অধিক হলে চারা লিকলিকে হয়। বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে সাধারণত সুস্থ ও সবল গাছ রেখে দুর্বল ও পোকায় খাওয়া গাছ উঠিয়ে ফেলতে হয়। সারিতে বপন করা হলে, সারির ভিতর ৫-৮সেমির মধ্যে একটি করে গাছ রেখে বাকি গাছ উঠিয়ে ফেলতে হয়। গাছের উচ্চতা ১০-২০ সেমি থাকাকালীন সময়ে ২ কিস্তিতে চারা পাতলা করতে হবে। কারণ বেশি পাতলা হলে গাছে শাখা প্রশাখা জন্মে, ঘন হলে গাছ তেমনি জীর্ণ শীর্ণ হয়। উত্তম আঁশ পাওয়ার জন্য কোনটাই ভাল নয়। বিকাল বেলা মাটিসহ চারা শূন্যস্থানে রোপণ করতে হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

সার

মৃত্তিকা :

দোআঁশ, বেলে দোআঁশ।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

মাটির পুষ্টি উপাদান : জৈব ও অজৈব সার জৈব সারঃ গোবর, আবর্জনা ও সবুজ সার এবং কেঁচোসার (ভার্মি কমপোস্ট) সার ব্যবহার করা হয়। শতকরা ৫ ভাগ জৈব উপাদান থাকার কথা কিন্তু মাটিতে ০.৫ থেকে ১ শতাংশ জৈব বিদ্যমান। মুখ্য উপাদানঃ কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম,সালফার ও ম্যাগনেসিয়াম । গৌণ উপাদানঃ কপার, মলিবোডিনাম, আয়রন, ক্লোরিন, সিলিকন, কোবাল্ট, দস্তা ও বোরন।

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :
ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/একর)
জৈব সার	২-৪ টন
ইউরিয়া	৬৮-১০১ কেজি
টি এস পি	৪০-৬০কেজি
এম পি	৪০-৪৮কেজি
জিপসাম	২০-৩২ কেজি
দস্তা	১.৬-২.৮০কেজি
অনুমোদিত ডলোচুন (অম্ল মাটির জন্য)	১৬১-২৮৩কেজি

সারপ্রয়োগেরপদ্ধতিঃ

ইউরিয়া বাদে বাকি সব সার জমি তৈরির সময় মাটিতে মিশিয়ে দিন। বপনের দিন ইউরিয়া ৮ ভাগের ১ ভাগ এবং ৬ সপ্তাহ পরে বাকি ইউরিয়া প্রয়োগ করবেন।

ফসলের সার সুপারিশ (জাত ভিত্তিক) (কেজি/হেক্টর) দেয়া হল

জাতের নাম	সারের পরিমাপ				
	ইউরিয়া	টি এস পি	এম পি	জিপসাম	জিংক
ডি ১৫৪, সিভিএল-১,সিভিই-৩, সিসি-৪৫, ও-৪	১৬৬ কেজি	২৫ কেজি	৩০ কেজি	৪৫ কেজি	১১ কেজি
ও-৯৮৯৭	২০০ কেজি	৫০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি	১১ কেজি
ওএম-১	১৭৬ কেজি	৫০ কেজি	৪০ কেজি	৯৫ কেজি	১১ কেজি
বিজেআরআই দেশি পাট-৫	১১০ কেজি	২৫ কেজি	৪০ কেজি		
বিজেআরআই দেশি পাট-৬ (বিজেসি-৮৩)	২২০ কেজি	৫০ কেজি	৪০ কেজি		
বিজেআরআই দেশি পাট-৭	২২০ কেজি	৫০ কেজি	৪০ কেজি		
বিজেআরআই দেশি পাট-৮	১৬৬ কেজি	২৫ কেজি	৩০ কেজি	৪৫ কেজি	১১ কেজি
ও-৭২	১৬৭ কেজি	৫০ কেজি	৮০ কেজি	১০০ কেজি	
বিনা পাট- ২, এটম পাট- ৩৮	১০০-২০০ কেজি	৭০-৯০ কেজি	৮০-১২০ কেজি	৫০-৬০ কেজি	

সারপ্রয়োগেরপদ্ধতিঃ

ইউরিয়া বাদে বাকি সব সার জমি তৈরির সময় মাটিতে মিশিয়ে দিন। বপনের দিন ইউরিয়া ৮ ভাগের ১ ভাগ এবং ৬ সপ্তাহ পরে বাকি ইউরিয়া প্রয়োগ করবেন।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৮-০১-২০১৮।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১৮-০১-২০১৮।

সেচ ব্যবস্থাপনা

বর্ণনা : জমিতে প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। আবার অতিরিক্ত সেচ দিলে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে জন্য সুষ্ট পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা :

এ ফসলে সাধারণত সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে বীজ বপনের আগে অতিমাত্রায় খরা হলে হালকা সেচ দিয়ে জো এনে বীজ বপন করা যায়। চারা গজানোর পর ৩-৪ পাতা হলে যদি অতিমাত্রায় খরা দেখা দেয় প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দেয়া যেতে পারে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1: শক্তিচালিত সেচ যন্ত্র দিয়ে সেচ দেয়া যেতে পারে। তোষা পাট জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায়, জমিতে নালা রেখে অতিরিক্ত পানি তারাতাড়ি বের করতে হবে।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

উপকূলীয় যে সব এলাকায় জমিতে রস থাকে না সে সব জমিতে বীজ বপনের আগে সেচ দিয়ে বীজ বপন করতে হবে। জমির পাশে জলাধার (মিনি পুকুর) তৈরি করে বৃষ্টির পানি জমিয়ে সেচ দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) ১২-০১-২০১৮, কৃষিকথা- আশ্বিন-১৪২১ সংখ্যা।

আগাছা

আগাছার নাম : ফুসকা বেগুন

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : একবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা দমনের জন্য বীজ বপনের ১৫-২০ দিনে ১ বার এবং ৪০-৪৫ দিনে ১ বার নিড়ানী দেওয়া হয় ও পাতলা করা হয়। এছাড়া ৭০-৯০ দিনে একবার টানাবাছ ও কাটাবাছ দেওয়া যেতে পারে। এই বাছের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাট ফেলে না দিয়ে পচালে ভাল মানের আশ পাওয়া যায়। চারা অবস্থায় নিড়ানী দিয়ে তুলে নিলে এই আগাছা তেমন ছড়াতে পারে না। শষ্য পর্যায় অনুসরন করেও আগাছা দমন করা যায়। যেমনঃ আলু চাষের পর পাট চাষ করলে আগাচা দমন খরচ নাই বললেই চলে।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাঃ বীজ বপনের পূর্বে যদি জমি পতিত থাকে তাহলে বপনের অন্তত ২৫-৩০ দিন পূর্বেজমিতে একবার চাষ দিয়ে গ্লাইফোসেট স্প্রে করলে সমস্ত গাছ এবং আগাছা মরে যাবে। স্প্রে করার ২৫-৩০ দিন পর পাট বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : শাকনটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ

আগাছার ধরন : একবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা দমনের জন্য বীজ বপনের ১৫-২০ দিনে ১ বার এবং ৪০-৪৫ দিনে ১ বার নিড়ানী দেওয়া হয় ও পাতলা করা হয়। এছাড়া ৭০-৯০ দিনে একবার টানাবাছ ও কাটাবাছ দেওয়া যেতে পারে। এই বাছের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাট ফেলে না দিয়ে পচালে ভাল মানের আশ পাওয়া যায়।এই আগাছা নিয়ন্ত্রন করা কিছুটা কষ্টসাধ্য ।ন তবে চারা অবস্থায় নিড়ানী দিয়ে তুলে নিলে এই আগাছা তেমন ছড়াতে পারে না। শষ্য পর্যায় অনুসরন করেও আগাছা দমন করা যায়। যেমনঃ আলু চাষের পর পাট চাষ করলে আগাচা দমন খরচ নাই বললেই চলে।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাঃ বীজ বপনের পূর্বে যদি জমি পতিত থাকে তাহলে বপনের অন্তত ২৫-৩০ দিন পূর্বেজমিতে একবার চাষ দিয়ে গ্লাইফোসেট স্প্রে করলে সমস্ত গাছ এবং আগাছা মরে যাবে। স্প্রে করার ২৫-৩০ দিন পর পাট বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : একবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা দমনের জন্য বীজ বপনের ১৫-২০ দিনে ১ বার এবং ৪০-৪৫ দিনে ১ বার নিড়ানী দেওয়া হয় ও পাতলা করা হয়। এছাড়া ৭০-৯০ দিনে একবার টানাবাছ ও কাটাবাছ দেওয়া যেতে পারে। এই বাছের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাট ফেলে না দিয়ে পচালে ভাল মানের আশ পাওয়া যায় ।চারা অবস্থায় নিড়ানী দিয়ে তুলে নিলে এই আগাছা তেমন ছড়াতে পারে না ।শষ্য পর্যায় অনুসরন করেও আগাছা দমন করা যায়। যেমনঃ আলু চাষের পর পাট চাষ করলে আগাচা দমন খরচ নাই বললেই চলে।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাঃ বীজ বপনের পূর্বে যদি জমি পতিত থাকে তাহলে বপনের অন্তত ২৫-৩০ দিন পূর্বেজমিতে একবার চাষ দিয়ে গ্লাইফোসেট স্প্রে করলে সমস্ত গাছ এবং আগাছা মরে যাবে। স্প্রে করার ২৫-৩০ দিন পর পাট বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : ছোট দধিয়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : একবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা দমনের জন্য বীজ বপনের ১৫-২০ দিনে ১ বার এবং ৪০-৪৫ দিনে ১ বার নিড়ানী দেওয়া হয় ও পাতলা করা হয়। এছাড়া ৭০-৯০ দিনে একবার টানাবাছ ও কাটাবাছ দেওয়া যেতে পারে। এই বাছের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাট ফেলে না দিয়ে পচালে ভাল মানের আশ পাওয়া যায় ।শষ্য পর্যায় অনুসরন করেও আগাছা দমন করা যায়। যেমনঃ আলু চাষের পর পাট চাষ করলে আগাচা দমন খরচ নাই বললেই চলে।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাঃ বীজ বপনের পূর্বে যদি জমি পতিত থাকে তাহলে বপনের অন্তত ২৫-৩০ দিন পূর্বেজমিতে একবার চাষ দিয়ে গ্লাইফোসেট স্প্রে করলে সমস্ত গাছ এবং আগাছা মরে যাবে। স্প্রে করার ২৫-৩০ দিন পর পাট বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : বড় দধিয়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ

আগাছার ধরন : একবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা দমনের জন্য বীজ বপনের ১৫-২০ দিনে ১ বার এবং ৪০-৪৫ দিনে ১ বার নিড়ানী দেওয়া হয় ও পাতলা করা হয়। এছাড়া ৭০-৯০ দিনে একবার টানাবাছ ও কাটাবাছ দেওয়া যেতে পারে। এই বাছের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাট ফেলে না দিয়ে পচালে ভাল মানের আশ পাওয়া যায়। নিড়ানী দিয়ে একবার তুলে নিলে এই আগাছা তেমন ছড়াতে পারে না।শষ্য পর্যায় অনুসরন করেও আগাছা দমন করা যায়। যেমনঃ আলু চাষের পর পাট চাষ করলে আগাচা দমন খরচ নাই বললেই চলে।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাঃ বীজ বপনের পূর্বে যদি জমি পতিত থাকে তাহলে বপনের অন্তত ২৫-৩০ দিন পূর্বেজমিতে একবার চাষ দিয়ে গ্লাইফোসেট স্প্রে করলে সমস্ত গাছ এবং আগাছা মরে যাবে। স্প্রে করার ২৫-৩০ দিন পর পাট বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : শিয়াল লেজা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : একবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা দমনের জন্য বীজ বপনের ১৫-২০ দিনে ১ বার এবং ৪০-৪৫ দিনে ১ বার নিড়ানী দেওয়া হয় ও পাতলা করা হয়। এছাড়া ৭০-৯০ দিনে একবার টানাবাছ ও কাটাবাছ দেওয়া যেতে পারে। এই বাছের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাট ফেলে না দিয়ে পচালে ভাল মানের আশ পাওয়া যায়। শষ্য পর্যায় অনুসরন করেও আগাছা দমন করা যায়। যেমনঃ আলু চাষের পর পাট চাষ করলে আগাচা দমন খরচ নাই বললেই চলে।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাঃ বীজ বপনের পূর্বে যদি জমি পতিত থাকে তাহলে বপনের অন্তত ২৫-৩০ দিন পূর্বেজমিতে একবার চাষ দিয়ে গ্লাইফোসেট স্প্রে করলে সমস্ত গাছ এবং আগাছা মরে যাবে। স্প্রে করার ২৫-৩০ দিন পর পাট বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। এত সময় না থাকলে বীজ বপনের ১০-১২ দিন পর জমিতে জো অবস্থা থাকলে ৫০০ লিটার পানিতে ৬৫০ মিলি লিটার/হেক্টর হারে ফেনোক্সাপ্রোপ-পি-ইথাইল স্প্রে করে আগাছা কিয়দাংশ দমন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : গিটলা ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : একবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা দমনের জন্য বীজ বপনের ১৫-২০ দিনে ১ বার এবং ৪০-৪৫ দিনে ১ বার নিড়ানী দেওয়া হয় ও পাতলা করা হয়। এছাড়া ৭০-৯০ দিনে একবার টানাবাছ ও কাটাবাছ দেওয়া যেতে পারে। এই বাছের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাট ফেলে না দিয়ে পচালে ভাল মানের আশ পাওয়া যায়।শষ্য পর্যায় অনুসরন করেও আগাছা দমন করা যায়। যেমনঃ আলু চাষের পর পাট চাষ করলে আগাচা দমন খরচ নাই বললেই চলে।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাঃ বীজ বপনের পূর্বে যদি জমি পতিত থাকে তাহলে বপনের অন্তত ২৫-৩০ দিন পূর্বেজমিতে একবার চাষ দিয়ে গ্লাইফোসেট স্প্রে করলে সমস্ত গাছ এবং আগাছা মরে যাবে। স্প্রে করার ২৫-৩০ দিন পর পাট বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। এত সময় না থাকলে বীজ বপনের ১০-১২ দিন পর জমিতে জো অবস্থা থাকলে ৫০০ লিটার পানিতে ৬৫০ মিলি লিটার/হেক্টর হারে ফেনোক্সাপ্রোপ-পি-ইথাইল, কুইজালোফপ- পি-ইথাইল স্প্রে করে আগাছা কিয়দাংশ দমন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : আঙ্গুলি ঘাষ

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : বর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা দমনের জন্য বীজ বপনের ১৫-২০ দিনে ১ বার এবং ৪০-৪৫ দিনে ১ বার নিড়ানী দেওয়া হয় ও পাতলা করা হয়। এছাড়া ৭০-৯০ দিনে একবার টানাবাছ ও কাটাবাছ দেওয়া যেতে পারে। এই বাছের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাট ফেলে না দিয়ে পচালে ভাল মানের আশ পাওয়া যায়।শষ্য পর্যায় অনুসরন করেও আগাছা দমন করা যায়। যেমনঃ আলু চাষের পর পাট চাষ করলে আগাচা দমন খরচ নাই বললেই চলে।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাঃ বীজ বপনের পূর্বে যদি জমি পতিত থাকে তাহলে বপনের অন্তত ২৫-৩০ দিন পূর্বেজমিতে একবার চাষ দিয়ে গ্লাইফোসেট স্প্রে করলে সমস্ত গাছ এবং আগাছা মরে যাবে। স্প্রে করার ২৫-৩০ দিন পর পাট বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। এত সময় না থাকলে বীজ বপনের ১০-১২ দিন পর জমিতে জো অবস্থা থাকলে ৫০০ লিটার পানিতে ৬৫০ মিলি লিটার/হেক্টর হারে ফেনোক্সাপ্রোপ-পি-ইথাইল, কুইজালোফপ- পি-ইথাইল স্প্রে করে আগাছা দমন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : ভাদাইল বা মুথা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ

আগাছার ধরন : বহুবর্ষী

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা দমনের জন্য বীজ বপনের ১৫-২০ দিনে ১ বার এবং ৪০-৪৫ দিনে ১ বার নিড়ানী দেওয়া হয় ও পাতলা করা হয়। এছাড়া ৭০-৯০ দিনে একবার টানাবাছ ও কাটাবাছ দেওয়া যেতে পারে। এই বাছের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাট ফেলে না দিয়ে পচালে ভাল মানের আশ পাওয়া যায়।শষ্য পর্যায় অনুসরন করেও আগাছা দমন করা যায়। যেমনঃ আলু চাষের পর পাট চাষ করলে আগাচা দমন খরচ নাই বললেই চলে।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাঃ বীজ বপনের পূর্বে যদি জমি পতিত থাকে তাহলে বপনের অন্তত ২৫-৩০ দিন পূর্বেজমিতে একবার চাষ দিয়ে গ্লাইফোসেট স্প্রে করলে সমস্ত গাছ এবং আগাছা মরে যাবে। স্প্রে করার ২৫-৩০ দিন পর পাট বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। এত সময় না থাকলে বীজ বপনের ১০-১২ দিন পর জমিতে জো অবস্থা থাকলে ৫০০ লিটার পানিতে ২০০ গ্রাম/হেক্টর হারে ইথোক্সি সালফুরান ডব্লিউজি স্প্রে করে আগাছা দমন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : কানাইনালা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি, খরিফ

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে ১ম নিড়ানি এবং ৩৫-৪০ দিন পর ২য় নিড়ানি দেয়া । জমিতে আগাছার পরিমাণ বেশি হলে ৩য় নিড়ানি দেয়া । প্রয়োজনে আঁচড়া দেয়া যেতে পারে । ফসল পর্যায় অনুসরণ করেও আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : হলদে মুথা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : একবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে ১ম নিড়ানি এবং ৩৫-৪০ দিন পর ২য় নিড়ানি দেয়া । জমিতে আগাছার পরিমাণ বেশি হলে ৩য় নিড়ানি দেয়া । প্রয়োজনে আঁচড়া দেয়া যেতে পারে । ফসল পর্যায় অনুসরণ করেও আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : কাকপায়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : একবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা দমনের জন্য বীজ বপনের ১৫-২০ দিনে ১ বার এবং ৪০-৪৫ দিনে ১ বার নিড়ানী দেওয়া হয় ও পাতলা করা হয়। এছাড়া ৭০-৯০ দিনে একবার টানাবাছ ও কাটাবাছ দেওয়া যেতে পারে। এই বাছের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাট ফেলে না দিয়ে পচালে ভাল মানের আশ পাওয়া যায়।শষ্য পর্যায় অনুসরন করেও আগাছা দমন করা যায়। যেমনঃ আলু চাষের পর পাট চাষ করলে আগাচা দমন খরচ নাই বললেই চলে।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাঃ বীজ বপনের পূর্বে যদি জমি পতিত থাকে তাহলে বপনের অন্তত ২৫-৩০ দিন পূর্বেজমিতে একবার চাষ দিয়ে গ্লাইফোসেট স্প্রে করলে সমস্ত গাছ এবং আগাছা মরে যাবে। স্প্রে করার ২৫-৩০ দিন পর পাট বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। এত সময় না থাকলে বীজ বপনের ১০-১২ দিন পর জমিতে জো অবস্থা থাকলে ৫০০ লিটার পানিতে ৬৫০ মিলি লিটার/হেক্টর হারে ফেনোক্সাপ্রোপ-পি-ইথাইল, কুইজালোফপ-পি-ইথাইল স্প্রে করে আগাছা কিয়দাংশ দমন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : ক্ষুদে শ্যামা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : একবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা দমনের জন্য বীজ বপনের ১৫-২০ দিনে ১ বার এবং ৪০-৪৫ দিনে ১ বার নিড়ানী দেওয়া হয় ও পাতলা করা হয়। এছাড়া ৭০-৯০ দিনে একবার টানাবাছ ও কাটাবাছ দেওয়া যেতে পারে। এই বাছের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাট ফেলে না দিয়ে পচালে ভাল মানের আশ পাওয়া যায়।শষ্য পর্যায় অনুসরন করেও আগাছা দমন করা যায়। যেমনঃ আলু চাষের পর পাট চাষ করলে আগাচা দমন খরচ নাই বললেই চলে।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাঃ বীজ বপনের পূর্বে যদি জমি পতিত থাকে তাহলে বপনের অন্তত ২৫-৩০ দিন পূর্বেজমিতে একবার চাষ দিয়ে গ্লাইফোসেট স্প্রে করলে সমস্ত গাছ এবং আগাছা মরে যাবে। স্প্রে করার ২৫-৩০ দিন পর পাট বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। এত সময় না থাকলে বীজ বপনের ১০-১২ দিন পর জমিতে জো অবস্থা থাকলে ৫০০ লিটার পানিতে ৬৫০ মিলি লিটার/হেক্টর হারে ফেনোক্সাপ্রোপ-পি-ইথাইল, কুইজালোফপ-পি-ইথাইল স্প্রে করে আগাছা কিয়দাংশ দমন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : চাপড়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি, খরিফ

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা দমনের জন্য বীজ বপনের ১৫-২০ দিনে ১ বার এবং ৪০-৪৫ দিনে ১ বার নিড়ানী দেওয়া হয় ও পাতলা করা হয়। এছাড়া ৭০-৯০ দিনে একবার টানাবাছ ও কাটাবাছ দেওয়া যেতে পারে। এই বাছের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাট ফেলে না দিয়ে পচালে ভাল মানের আশ পাওয়া যায়।শষ্য পর্যায় অনুসরন করেও আগাছা দমন করা যায়। যেমনঃ আলু চাষের পর পাট চাষ করলে আগাচা দমন খরচ নাই বললেই চলে।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাঃ বীজ বপনের পূর্বে যদি জমি পতিত থাকে তাহলে বপনের অন্তত ২৫-৩০ দিন পূর্বেজমিতে একবার চাষ দিয়ে গ্লাইফোসেট স্প্রে করলে সমস্ত গাছ এবং আগাছা মরে যাবে। স্প্রে করার ২৫-৩০ দিন পর পাট বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। এত সময় না থাকলে বীজ বপনের ১০-১২ দিন পর জমিতে জো অবস্থা থাকলে ৫০০ লিটার পানিতে ৬৫০ মিলি লিটার/হেক্টর হারে ফেনোক্সাপ্রোপ-পি-ইথাইল, কুইজালোফপ-পি-ইথাইল স্প্রে করে আগাছা কিয়দাংশ দমন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : গইচা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা দমনের জন্য বীজ বপনের ১৫-২০ দিনে ১ বার এবং ৪০-৪৫ দিনে ১ বার নিড়ানী দেওয়া হয় ও পাতলা করা হয়। এছাড়া ৭০-৯০ দিনে একবার টানাবাছ ও কাটাবাছ দেওয়া যেতে পারে। এই বাছের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাট ফেলে না দিয়ে পচালে ভাল মানের আশ পাওয়া যায়। শষ্য পর্যায় অনুসরন করেও আগাছা দমন করা যায়। যেমনঃ আলু চাষের পর পাট চাষ করলে আগাচা দমন খরচ নাই বললেই চলে।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাঃ বীজ বপনের পূর্বে যদি জমি পতিত থাকে তাহলে বপনের অন্তত ২৫-৩০ দিন পূর্বেজমিতে একবার চাষ দিয়ে গ্লাইফোসেট স্প্রে করলে সমস্ত গাছ এবং আগাছা মরে যাবে। স্প্রে করার ২৫-৩০ দিন পর পাট বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। এত সময় না থাকলে বীজ বপনের ১০-১২ দিন পর জমিতে জো অবস্থা থাকলে ৫০০ লিটার পানিতে ৬৫০ মিলি লিটার/হেক্টর হারে ফেনোক্সাপ্রোপ-পি-ইথাইল, কুইজালোফপ-পি-ইথাইল স্প্রে করে আগাছা কিয়দাংশ দমন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দূর্বাঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি, খরিফ

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা দমনের জন্য বীজ বপনের ১৫-২০ দিনে ১ বার এবং ৪০-৪৫ দিনে ১ বার নিড়ানী দেওয়া হয় ও পাতলা করা হয়। এছাড়া ৭০-৯০ দিনে একবার টানাবাছ ও কাটাবাছ দেওয়া যেতে পারে। এই বাছের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাট ফেলে না দিয়ে পচালে ভাল মানের আশ পাওয়া যায়।শষ্য পর্যায় অনুসরন করেও আগাছা দমন করা যায়। যেমনঃ আলু চাষের পর পাট চাষ করলে আগাচা দমন খরচ নাই বললেই চলে।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাঃ বীজ বপনের পূর্বে যদি জমি পতিত থাকে তাহলে বপনের অন্তত ২৫-৩০ দিন পূর্বেজমিতে একবার চাষ দিয়ে গ্লাইফোসেট স্প্রে করলে সমস্ত গাছ এবং আগাছা মরে যাবে। স্প্রে করার ২৫-৩০ দিন পর পাট বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। এত সময় না থাকলে বীজ বপনের ১০-১২ দিন পর জমিতে জো অবস্থা থাকলে ৫০০ লিটার পানিতে ৬৫০ মিলি লিটার/হেক্টর হারে ফেনোক্সাপ্রোপ-পি-ইথাইল, কুইজালোফপ-পি-ইথাইল স্প্রে করে আগাছা কিয়দাংশ দমন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : মার্চ

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১ , খরিফ-২

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

খরা দেখা দিলে জমিতে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করা।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : খরা দেখা দিলে সম্পূরক সেচ দিন।

প্রস্তুতি : দুর্যোগকালে তাড়াতাড়ি পাট কেটে ফেলা এবং পরবর্তী ফসলের আবাদের ব্যবস্থা নেয়া।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

পোকা

পোকার নাম : চেলে পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণবয়স্ক পোকা ধূসর কাল রঙের উইভিল। লম্বায় প্রায় ২ মি.মি.। সারা গায়ে সাদা সূক্ষ্ম কাটা আছে। এ পোকার সম্মুখে ছোট বাঁকা শুঁড় আছে। অগ্রবক্ষ লম্বা চওড়ায় সমান এবং পিছনের দিক গোলাকৃতির। সদ্যজাত কীড়া (গ্রাব) সাদা রঙের এদের কোন পা নেই দেখতে "C" এর মত বাঁকা পুর্ণাঙ্গ কীড়ার দীর্ঘ ৩ মি.মি. এবং প্রস্থ ১ মি.মি.

ক্ষতির ধরণ : পাটের চারা যখন ১২-১৫ সেমিঃ লম্বা হয় তখন এ পোকার আক্রমন হয়। চারা অবস্থায় এরা আলপিনের মত সূক্ষ্ম ছিদ্র করে পাতা খায় ।স্ত্রী পোকা শুঁড় দ্বারা গাছের ডগা ও গিটে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়া বের হয়। এরা কান্ড ছিদ্র করে কান্ডের ভিতেরে চলে যায় এবং কান্ডের ছাল ও অন্যান্য কলা (টিস্যু) খেয়ে কান্ডের ভিতর মজ্জাতে প্রবেশ করে বড় হতে থাকে। আক্রান্ত স্থান হতে এক প্রকার আঠালো পদার্থ বের হয় এবং কীড়ার মলের সাথে মিশে শক্ত গিঁটের সৃষ্টি করে। পাট পচানোর সময় গিঁট পচে না। কোন কোন সময় ফল ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহা মুখ্য মাকড় হিসাবে চিহ্নিত ।

ক্ষতির লক্ষণ : পাটের চারা যখন ১২-১৫ সেমিঃ লম্বা হয় তখন এ পোকার আক্রমন হয়। চারা অবস্থায় এরা আলপিনের মত সূক্ষ্ম ছিদ্র করে পাতা খায় ।স্ত্রী পোকা শুঁড় দ্বারা গাছের ডগা ও গিটে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়া বের হয়। এরা কান্ড ছিদ্র করে কান্ডের ভিতরে চলে যায় এবং কান্ডের ছাল ও অন্যান্য কলা (টিস্যু) খেয়ে কান্ডের ভিতর মজ্জাতে প্রবেশ করে বড় হতে থাকে। আক্রান্ত স্থান হতে এক প্রকার আঠালো পদার্থ বের হয় এবং কীড়ার মলের সাথে মিশে শক্ত গিঁটের সৃষ্টি করে। পাট পচানোর সময় গিঁট পচে না। কোন কোন সময় ফল ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহা মুখ্য মাকড় হিসাবে চিহ্নিত ।

আক্রমণের পর্যায় : চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে পুতে ফেলা, ক্ষেত পরিস্কার রাখা, আক্রমন বেশী হলে বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক (যেমন: সেভিন ৩০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) অথবা ডায়াজিনন জাতীয় কীটনাশক (যেমন: সার্বিয়ন ৬০ ইসি ৩০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) স্প্রে করতে হবে । ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পাট ক্ষেতের আশে পাশে বনওকড়া গাছ ও অন্যান্য আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার রাখতে হবে ।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে পুতে ফেলুন এবং ক্ষেত পরিস্কার রাখুন

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই বাবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, ২য় সংস্কার, ২০১৩। পাট, কেনাফ ও মেস্তার ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও নিয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম, ২০১২।

পোকার নাম : ঘোড়া পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : ছটকা পোকা

পোকা চেনার উপায় : ডিম থেকে শূককীট বের হওয়ার পরপর এদের রং থেকে ঘিয়ে এবং ক্রমশ সবুজ হয় পুর্ণতাপ্রাপ্ত কীড়া প্রায় ১.৫ ইঞ্চি ও গায়ের রং সবুজ। পূর্ণবয়স্ক পোকা হালকা বাদামি রঙের মথ। সামনের পাখার ফোঁটা ও আঁকাবাঁকা কাল দাগ আছে। পুরুষ মথের শুঙ্গা পেকটিনেট ও স্ত্রী মথের শুঙ্গা সুত্রাকার ধরনের।

ক্ষতির ধরণ : ডিম ফুটে কীড়া বের হওয়ার পর পরই এরা পাট গাছের কচি ডগা ও পাতা আক্রমন করে। প্রথম অবস্থায় পাতা ছিদ্র করে খায় এবং বড় হতে থাকলে পুরো পাতা খেয়ে ফেলে। কোন কোন সময় কচি ডগা খেয়ে ফেলে এবং বারংবার কচি ডগাকে আক্রমন করার ফলে গাছের আগা নষ্ট হয়ে যায় এবং শাখা- প্রশাখা বের হয়। এতে পাটের ফলন ও আঁশের গুনগত মান কমে যায় । ইহা মুখ্য পোকা হিসাবে চিহ্নিত ।

দমন ব্যবস্থা :

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমনের মাত্রা বেশী হলে বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে হেয়াজিনন বা ডায়াজিনন জাতীয় কীটনাশক (যেমন: সার্বিয়ন ৬০ ইসি ৩০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন: রিপকর্ড ১০ ইসি বা ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা সিমবুশ ১০ ইসি ৫ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

শালিক বা ময়না পাখি ঘোড়া পোকা খেতে পছন্দ করে। পাট ক্ষেতে গাছের ডাল পুঁতে পাখি বসার সুযোগ করলে এরা পোকা খেয়ে পোকার সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।

অন্যান্য :

কেরোসিন মেশানো দড়ি গাছের উপর দিয়ে টেনে দিলে পোকার আক্রমণ কমে যায় ।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই বাবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, ২য় সংস্কার, ২০১৩। পাট, কেনাফ ও মেস্তার ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও নিয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম, ২০১২।

পোকার নাম : কালো বিছা পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক মথের রঙ কালো পাখা ধূসর বাদামী রঙের পাখার উপর কালো ফোটা আছে। পিছনের পাখা জোড়া কমলা রঙের। মথের পাখার উপরের শিরা ও কিনারা বরাবর অনেকগুলো ছোট ছোট কালো ফোটা আছে এবং ফোটাগুলো একত্রে মিশে মোটা কালো দাগের সৃষ্টি করে। এ মথের কীড়া প্রাথমিক অবস্থায় রং সবুজ, ক্রমেই বাদামী ও পরে কালো রঙের হয়। এদের শরীর ঘন শুঙ্গ দ্বারা আবৃত থাকে। পুনাঙ্গ কীড়া লম্বায় ৪সেমিঃ।

ক্ষতির ধরণ : জুন মাসের প্রথম হতে জুলাই মাস পর্যন্ত আক্রমনের সময় । প্রাথমিক অবস্থায় কীড়া পাতার সবুজ অংশ খায় এবং ক্রমেই বড় হতে থাকে পরে পাতা খায় ও গাছের বৃদ্ধি প্রতিহত করে। এ পোকা গাছের গৌণ পোকা হিসেবে চিহ্নিত।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

ডিমের গাদাসহ পাতা এবং দলবদ্ধ কীড়া সহ পাতা সংগ্রহ করে পা দ্বারা চেপে মেরে ফেলা অথবা গর্তকরে মাটিতে পুঁতে ফেলা। পাটের বিছা পোকা দমনের জন্য হেয়াজিনন বা ডায়াজিনন ৬০% ইসি, নূভাক্রন ৪০% ইসি, ইকালাক্স ২৫% ইসি ১.৫ মিলি ঔষধ ১ লিটার পানিতে বা ১৮ মিলি ঔষধ ১২ লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা রিপকর্ড ১০% বা সিমবুশ ১০% ইসি অথবা কারাতে ১.৫ ইসি ৬ মিলি ঔষধ ১২ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

কালো বিছাপোকা তৃতীয় খোলস বদলানো পর্যন্ত দলবদ্ধ অবস্থা থাকে । তখন পোকাসহ পাতাগুলি তুলে পুড়িয়ে ফেলে বা কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে ডুবে মেরে ফেলা যায় ।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই বাবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, ২য় সংস্কার, ২০১৩। পাট, কেনাফ ও মেস্তার ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও নিয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম, ২০১২।

পোকার নাম : কাতরি পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণবয়স্ক পোকা একটি ছোট মথ। সামনের ডানার উপরে কালো ফোটা আছে। কিন্তু পিছনের ডানা সাদা।প্রথম অবস্থায় এই মথের কীড়ার রঙ সবুজ এবং মাথা কালো হয়। পূর্ণবয়স্ক কীড়ার রং সবুজ অথবা গোলাপি বাদামী। এদের গায়ে শুঙ্গ থাকে না, লম্বায় এরা ১ইঞ্চি বা ২.৫ সেমি।

ক্ষতির ধরণ : অল্প বয়স্ক কীড়া কুঁড়ি পাতার ভেতর লুকিয়ে থাকে বলেসহজেই চোখে পড়ে না। আক্রান্ত চারা গাছের কচি পাতার উপর পোকার মলের ছোট ছোট কালো রঙের বড়ি এবং ডগার ঝাঁজরা কচি পাতা দেখে এদের আক্রমণ সহজেই চেনা যায়। পূর্ণবয়স্ক কীড়া গাছের মাথার সব পাতাই খেয়ে ফেলে এবং গাছের ডগা পাতাশুন্য করে ফেলে। এতে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে ও গাছের উচ্চতা কমে যায়। ফলে ফলন কমে যায়। এ

পোকার আক্রমণে একরে ১.৫ হতে ২ মন পর্যন্ত পাটের ফলন কম হয়। এ পোকা পাটের গৌণ হিসেবে চিহ্নিত। মে থেকে জুন মাসে এদের আক্রমণ দেখা যায়। খরার সময় এদের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত পাতা কীট সহ সংগ্রহ করে নষ্ট করতে হবে,ক্ষেতে ডাল পালা পুতে পোকা খাদক পাখি বসার ব্যবস্থা করা,আক্রমণ বেশি হলে ডায়াজিনন ১.৫ মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করা।অথবা কুইনালফস ২০ ইসি, বনুলাক্স ২০ ইসি বা ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের যেকোন কীটনাশক ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আক্রমণ প্রবণ এলাকায় দেরিতে পাট বীজ বপন করে আক্রমণ প্রতিরোধ করা।পাট ক্ষেতে গাছের ডাল পুঁতে পাখি বসার সুযোগ করলে এরা পোকা খেয়ে পোকার সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই বাবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, ২য় সংস্কার, ২০১৩। পাট, কেনাফ ও মেস্তার ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও নিয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম, ২০১২।

পোকার নাম : লাল মাকড়

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : লাল মাকড় সাধারণত বয়স্ক এবং নাবী পাট বীজ ফসলে আক্রমণ করে থাকে। পূর্নাঙ্গ স্ত্রী মাকড় খুবই ক্ষুদ্র লাল রঙের তবে খালি চোখে এদেরকে গাছের পাতার উল্টোদিকে দেখতে পাওয়া যায়। এরা ডিম্বাকৃতি ও লম্বায় ০.৪৮ মি মি। পুরুষ মাকড় পীতাভ লাল, লম্বায় ০.৩২ মি মি। পাতার উল্টোদিকে লাল মাকড় সূক্ষ্ম জাল তৈরি করে।

ক্ষতির ধরণ : জুলাই হতে আগস্ট মাস পর্যন্ত আক্রমনের সময় ।প্রথমে এরা পরিপক্ক পাতার উল্টোদিকে বসে রস চুসে খায়, ফলে পাতা হলদে রং ধারণ করে। এরা গাছের নিচের দিকের পাতা খেতে খেতে উপরের দিকে উঠে এবং আক্রমণ ব্যাপক হলে এরা গাছের কচি পাতার রসও খেয়ে ফেলে। ফলে গাছের সব পাতা হলুদ বর্ণের হয়ে যায় এবং পাতা ঝরে পড়ে। লাল মাকড় পাটের জন্য গৌণ ক্ষতিকারক হিসেবে পরিচিত।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক, সব

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক, নিম্ফ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সব

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

মাকড়ের আক্রমন বেশি হলে সালফার জাতীয় যে কোন মাকড়নাশক যথা সালফার, সালফোটক্স, সালফেক্স ৮০ ডাব্লিউপি প্রতি ১ লিটার পানিতে ৩-৪ গ্রাম ভালভাবে মিশিয়ে আক্রান্ত পাট গাছে ২দিন পর পর সমস্ত গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে ।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নেই

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই বাবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, ২য় সংস্কার, ২০১৩। পাট, কেনাফ ও মেস্তার ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও নিয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম, ২০১২।

পোকার নাম : কাটুই বা লেদা পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণবয়স্ক পোকা একটি গাঢ় বাদামী রঙের মথ। সামনের পাখনা লম্বা, কম প্রসস্থ, গাঢ় বাদামী রঙের, প্রত্যেকটি পাখনায় তিনটি কালো ছাপ এবং কয়েকটি সাদা অসম দাগ রয়েছে। পিছনের পাখনা ধূসর সাদাটে।পূর্ণবয়স্ক কীড়া ১.৫ ইঞ্চি বা ৩.৮ সেমি লম্বা এবং কালচে সবুজ রঙের। এদের পিঠে কালচে বাদামী ও হলুদ রঙের দাগ আছে। এদের গায়ে শুঙ্গ থাকে না এবং দেহের পাশে দুই সারি সাদা ফোটা আছে।

ক্ষতির ধরণ : বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি হতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত এই পোকার আক্রমণ দেখা যায় । কাটুই বা লেদা পোকা শূককীট অবস্থায় পাট গাছের ক্ষতি করে। পোকা চারা গাছের কচি পাতা আক্রমণ করে পরে ডগা কেটে ফেলে। গাছের উচ্চতা ১২০-১৫০ সেমি বা ৩-৪ মিঃ হওয়া পর্যন্ত এই আক্রমণ চলতে থাকে। প্রথমে শূককীটগুলি গাছের কচি পাতা ছিদ্র করে খায়। বড় হওয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ পাতা খেতে থাকে। এই পোকা সাধারণত দিনে মাটির নিচে থাকে এবং রাতে পাট গাছকে আক্রমণ করে। খাওয়ার পর এই পোকা আবার মাটিতে চলে যায়। এই পোকা মাঠের প্রায় ৮৫% পাট ফসল নষ্ট করে। ইহা গৌণ পোকা হিসাবে চিহ্নিত ।

আক্রমণের পর্যায় : চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : লার্ভা, কীড়া, নিম্ফ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত ক্ষেতে সেচ দিয়ে ২/১ দিন পানি ধরে রাখতে হবে, আক্রমন বেশী হলে অনুমোদিত কীটনাশক নিদিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।এমন ভাবে স্প্রে করতে হবে যাতে গাছ ও মাটি ভাল ভাবে ভিজে যায় । কীটনাশক কুইনালফস ২০ ইসি, বনুলাক্স ২০ ইসি বা ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের যেকোন কীটনাশক ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

শালিক বা ময়না পাখি লেদা পোকা খেতে পছন্দ করে। পাট ক্ষেতে গাছের ডাল পুঁতে পাখি বসার সুযোগ করলে এরা পোকা খেয়ে পোকার সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই বাবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, ২য় সংস্কার, ২০১৩। পাট, কেনাফ ও মেস্তার ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও নিয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম, ২০১২।

পোকার নাম : হলুদ মাকড়

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক মাকড় আকারে খুবই ক্ষুদ্র (০.১৭ মি মি ও ০.০৯ মি মি চওড়া) এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে এদের দেখা যায় না। স্ত্রী মাকড় প্রথমে সাদা থাকে। পরে আস্তে আস্তে হলুদ বর্ণের হয়। এই জন্য এদের কে সাদা মাকড়ও বলা হয়। স্ত্রী মাকড় ডিম্বাকৃতি এবং শরীরের উপরে মাঝখানে লম্বালম্বি একটা সাদা দাগ আছে। এদের চারজোড়া পা আছে। পুরুষ মাকড়ের শরীর মাঝখানে চওড়া এবং পিছন দিকে সরু। সাধারণত এরা পিছন দিক উচু করে রাখে।

ক্ষতির ধরণ : এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পাট গাছে আক্রমণ করে। ইহা মুখ্য মাকড় হিসাবে চিহ্নিত। হলুদ মাকড় আগার কচি পাতার নিচের দিকে থাকে এবং আক্রমণ করে। কচি পাতার রস চুষে খায়। এতে পাতা কুকড়ে যায় এবং তামাটে রং ধারন করে। শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত পাতা পরে যায়। আক্রমণ বেশী হলে পাতা ঝরে পড়ে, গাছের ডগা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায় ও পড়ে শাখা-প্রশাখা বের হয়। হলুদ মাকড়ের আক্রমণ গাছের বৃদ্ধি ১৫-১৬ সেমি পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

আক্রমণের পর্যায় : পূর্ণ বয়স্ক

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক, নিম্ফ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

১ঃ২০ অনুপাতে অর্থাৎ ১০০ গ্রাম কাচা নিমপাতা বাটা ২ লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা ২ মিলি নিম তেল ১ লিটার সাবান মিশ্রিত পানির সাথে মিশিয়ে গাছের উল্টো দিকে ছিটালে ভালো ফল পাওয়া যায়। পাটের হলুদ মাকড় দমনের জন্য সালফার গ্রুপের বালাইনাশক যেমন (সালফেক্স ৮০ ডব্লিউপি, সালফটক্স ৮০ ডব্লিউপি, ম্যাক সালফার ৮০ ডব্লিউপি, রনভিট ৮০ ডব্লিউজি) প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পাট ক্ষেতের আশপাশ পরিষ্কার ও আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই বাবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, ২য় সংস্কার, ২০১৩। পাট, কেনাফ ও মেস্তার ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও নিয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম, ২০১২।

পোকার নাম : উড়চুংগা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণবয়স্ক পোকা ৫ সেমিঃ পর্যন্ত লম্বা কালো বাদামি রঙের, মাথা সামনের দিকে চ্যাপ্টা, চোখগুলো বড়, লম্বা শুঙ্গ বিশিষ্ট যাহা বহুখন্ডে বিভক্ত, পেছনের পা জোড়া বেশ মোটা ও লম্বা এবং পায়ে সারি সারি কাটা আছে।

ক্ষতির ধরণ : চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত(এপ্রিলের ১ম সপ্তাহ থেকে মে মাসের শেষ) আক্রমণ করে। পাটের চারা এ পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরা দিনের বেলা গর্তে লুকিয়ে থাকে এবং সন্ধার পর গর্ত হতে বের হয়ে চারা গাছের গোঁড়ার অংশ খায় ও গোড়া কেটে দেয়। এ পোকার আক্রমণের ফলে ক্ষেতের মাঝে মাঝে মরা গাছ দেখা যায়। অনাবৃষ্টির সময় এদের আক্রমন বেড়ে যায় এবং বৃষ্টিপাতের পর এদের আক্রমন কমে যায়। ইহা মুখ্য পোকা হিসাবে চিহ্নিত।

আক্রমণের পর্যায় : চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : সব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড় , কান্ডের গোঁড়ায়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত জমিতে সেচ দেয়া, বিষটোপ ব্যাবহার করা, আক্রমনের মাত্রা বেশী হলে ডার্সবান ২০ ইসি ১.৫ মিলি/ লিটার, ডায়েল্ড্রিন ৪০ ডব্লিউ পি ২মিলি/লিটার বা অলড্রিন ৪০ ইসি ১.৫ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে হেক্টরে ২.৫-৩ লিটার স্প্রে করা যেতে পারে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

উড়চুংগা আক্রমনের সম্ভবনা থাকলে সাধারন পরিমাণের চেয়ে কিছু বেশি(২০% হারে) পরিমাণে বীজ বপন করুন।

অন্যান্য :

নিকটস্থ জলাশয় থেকে পানি এনে আক্রান্ত জমি ডুবিয়ে দিতে হবে

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই বাবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, ২য় সংস্কার, ২০১৩। পাট, কেনাফ ও মেস্তার ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও নিয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম, ২০১২।

পোকার নাম : বিছা পোকা/ শুয়ো পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণবয়স্ক পোকা একটি মাঝারী আকারের হালকা বাদামী রং এর মথ। এদের পাখায় কালো ফোঁটা আছে। স্ত্রী মথ পাটের পাতার উল্টো দিকে গুচ্ছকারে ডিম পাড়ে। প্রথমে ডিমের রঙ সবুজ ক্রমশঃ বাদামি ও পরে কালো রঙ ধারণ করে। বাচ্চা কীড়া হালকা সবুজ বা হলুদ বর্ণের হয় এবং পূর্ণবয়স্ক কীড়া কমলা বা গাঢ় হলুদ রঙের হয়। লম্বায় ৪-৫সেমিঃ ও চওড়া ০.৮ সেমিঃ ।

ক্ষতির ধরণ : ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার পর থেকে এরা পাতার নিচে থাকে ও পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পর্দার মতো করে ফেলে। দলবদ্ধভাবে ৬-৭ দিন থাকার পর এরা গাছের সব পাতায় ছড়িয়ে পড়ে ও সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। এ অবস্থায় আক্রান্ত পাতা অনেক দূর থেকে সহজেই চেনা যায়। বড় হবার সাথে সাথে এরা সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো পাতা খেয়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। আক্রমণ বেশি হলে এরা কচি ডগা পর্যন্ত খেয়ে গাছকে পাতাশূন্য বা ডাটাসার করে ফেলে ।ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায় ও আঁশের ফলন কম হয়।এ পোকা পাটের মুখ্য পোকা হিসেবে চিহ্নিত

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক

পোকামাকড় জীবনকাল : লার্ভা, কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

ডিমের গাদাসহ পাতা এবং দলবদ্ধ কীড়া সহ পাতা সংগ্রহ করে পা দ্বারা চেপে মেরে ফেলা অথবা গর্তকরে মাটিতে পুঁতে ফেলা। পাটের বিছা পোকা দমনের জন্য হেয়াজিনন বা ডায়াজিনন ৬০% ইসি, নূভাক্রন ৪০% ইসি, ইকালাক্স ২৫% ইসি ১.৫ মিলি ঔষধ ১ লিটার পানিতে বা ১৮ মিলি ঔষধ ১২ লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা রিপকর্ড ১০% বা সিমবুশ ১০% ইসি অথবা কারাতে ১.৫ ইসি ৬ মিলি ঔষধ ১২ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পাট ক্ষেতের আশে পাশে আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করুন ।

অন্যান্য :

পাট কাটার পর গভীরভাবে চাষ করলে পুত্তলীগুলো উপরে উঠে আসে এবং প্রাকৃতিক শত্রু দ্বারা ধ্বংস হয়।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই বাবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, ২য় সংস্কার, ২০১৩। পাট, কেনাফ ও মেস্তার ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও নিয়ন্ত্রন, কামরুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম, ২০১২।

রোগ

রোগের নাম : পাতায় সাদা গুঁড়া পড়া রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির লক্ষণ :

ক্ষতির ধরণ : পাতার উপর গোলাকার ও সাদা পাউডারের মত অসংখ্য রোগের জীবাণু দেখা যায়। গাছের পাতা সাদা গুড়ায় ঢেকে যায়। রোগে আক্রান্ত পাতা কয়েক দিনের মধ্যে বাদামী রং ধারণ করে। পাতার সংখ্যা কমে যায় এবং পাতার আকৃতি ছোট হয়। কখনও রোগের জীবাণু পাতা থেকে কান্ডে ও ফুলে ছড়িয়ে যায় এবং গাছ হলুদ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে গাছের পাতা শুকিয়ে যায় ও গাছ মারা যায়। আক্রান্ত গাছের ফল অকালে পেকে যায়। আঁশের মান খারাপ হয়ে যায়। দেশি পাটে এ রোগের আক্রমণের তীব্রতা বেশি।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : পূর্ণ বয়স্ক , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমন দেখার সাথে সাথে সালফার জাতীয় বালাইনাশক (যেমনঃ থিয়োভিট ৩৫ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে) সমস্ত গাছে ভালোভাবে ভিজিয়ে ১০ দিন পরপর অন্তত ২বার স্প্রে করুন ।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আক্রান্ত গাছের পাতা সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলা।রোগমুক্ত গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করা।সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার এবং রোগ প্রতিরোধ জাতের চাষ করা।

তথ্যের উৎস :

কেনাফ, মেস্তা ও পাটের রোগবালাই এবং ব্যবস্থাপনা, ২০০৩, মোঃ মাহবুবুর ইসলাম।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১২-০১-২০১৮।

রোগের নাম : গোঁড়া পচা

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : ভেজা তুলার মত এক ধরনের ছাতা গাছের গোড়ার চার পাশে বেড়ে ওঠে। ক্রমেই সরিষা বীজের মত ছত্রাকের বহু দানার সৃষ্টি হয় । গাছ গোড়া থেকে উপরের দিকে বাদামি রঙ ধারন করে । অবশেষে গোড়া পচে গাছ মাটিতে ঢেলে পড়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : সব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

বীজ বপনের আগে জন্য ভিটাভেক্স ২০০ (০.৪%) / প্রভেক্স-২০০(০.৪%) ৪ গ্রাম ছত্রাক নাশক প্রতি কেজি বীজের সাথে ভাল ভাবে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে অথবা রসুন বাটা ১২৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে ভাল ভাবে মিশিয়ে রোদে শুঁকাতে হবে। বপনের আগে বীজ শোধনের ফলে রোগের প্রকোপ অনেক কমে যায়। শোধন করা সম্ভব না হলে বপনের আগে বীজ রোদে ভালভাবে শুঁকাতে হবে। এ রোগের প্রতিকারের জন্য জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আবর্জনা মুক্ত রাখতে হবে।সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করতে হবে। জমিতে পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। ছত্রাক নাশক ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০গ্রাম মিশিয়ে গাছের গোঁড়ায় পরপর ২/৩ দিন প্রয়োগ করলে রোগের ব্যাপকতা কমে যায়।

রোগ দমনের জন্য গাছ থেকে ক্ষেতের যাবতীয় ঝরাপাতা ও আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।অল্প সংখ্যক গাছে রোগ হলে গাছের গোঁড়ায় চারদিকে ডাইথেন এম-৪৫ অথবা অন্য ছত্রাকনাশক সিঞ্চন করে রোগ নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

সুস্থ ও নীরোগ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা।

তথ্যের উৎস :

কেনাফ, মেস্তা ও পাটের রোগবালাই এবং ব্যবস্থাপনা, ২০০৩, মোঃ মাহবুবুর ইসলাম।

বাংলাদেশপাটগবেষণাইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১২-০১-২০১৮।

রোগের নাম : শুকনো ক্ষতরোগ বা এনথ্রাকনজ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে চারাগাছ আক্রান্ত হলে কান্ডে ও পাতায় বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়। বয়স্ক গাছে কান্ডের উপর কালো ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়। অনেক সময় একাধিক দাগ একত্রিত হয়ে বড় রকমের ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং কালক্রমে তা বৃদ্ধি পেয়ে কান্ড কে ঘিরে ফেলে। অনেক জায়গায় আক্রান্ত ছাল ফেটে যায় এবং ভিতরের আঁশ ফাটলের মধ্য দিয়ে ছোবড়ার মত বেরিয়ে আসে এবং শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায় । এ রোগে কান্ডে গিটের সৃষ্টি হওয়ায় ঐ স্থান সহজে পচে না । আঁশ কালো দাগ বিশিষ্ট ও গিটযুক্ত হয়। ফলে আঁশের মান খারাপ হওয়ায় মুল্য কমে যায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড

ব্যবস্থাপনা :

রোগমুক্ত ও সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করলে রোগাক্রমণের সম্ভবনা থাকে না। বপনের পূর্বে পাট বীজ ছত্রাক নাশক দ্বারা শোধন করে নিতে হবে। বীজ শোধনের জন্য ভিটাভেক্স ২০০ (০.৪%) / প্রভেক্স-২০০(০.৪%) ৪ গ্রাম ছত্রাক নাশক প্রতি কেজি বীজের সাথে ভাল ভাবে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে অথবা রসুন বাটা ১২৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে ভাল ভাবে মিশিয়ে রোদে শুঁকাতে হবে। বপনের আগে বীজ শোধনের ফলে রোগের প্রকোপ অনেক কমে যায়। শোধন করা সম্ভব না হলে বপনের আগে বীজ রোদে ভালভাবে শুঁকাতে হবে। পাটের শিকড়,আবর্জনা ও পরিত্যক্ত অংশ একত্রিত করে পুড়িয়ে ফেললে রোগের উৎস কমে যায়। ফলে রোগ সংক্রমন হ্রাস পায়। পর্যায়ক্রমে ধান অথবা অন্য ফসল চাষ করলে রোগ সংক্রমণ হতে পারে না। অতিরিক্ত ইউরিয়া সার বর্জন ও পটাশ সার প্রয়োগ করলে রোগ সংক্রমণ কম হয়। যখনই রোগের প্রকোপ দেখা দিবে তখনই ছত্রাক নাশক ঔষধ ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমে রোগাক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। পরে আক্রমণ বেশি দেখা দিলে ডাইথেন এম-৪৫ অথবা ম্যানার এম-৪৫ অথবা এনডোফিল এম-৪৫ প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম ঔষধ মিশিয়ে গাছের গোঁড়ার মাটিতে ২/৩ দিন পর পর স্প্রে মেশিনের সাহায্যে ২/৩ দিন ছিটিয়ে এ রোগের আক্রমণ কমানো সম্ভব। রোগ প্রতিরোধী জাতের বীজ ব্যবহার করে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

সুস্থ,সবল ও নীরোগ গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করুন।বীজ বপনের আগে ছত্রাক নাশক দ্বারা বীজ শোধন করা।জমি আগাছা মুক্ত রাখা ও ফসল কাটার পর গোঁড়া,শিকড় অন্যান্য আবর্জনা পুড়ে ফেলা। জমি হতে পানি নিকাশের ভাল ব্যবস্থা করা।

তথ্যের উৎস :

কেনাফ, মেস্তা ও পাটের রোগবালাই এবং ব্যবস্থাপনা, ২০০৩, মোঃ মাহবুবুর ইসলাম।

রোগের নাম : পাতার হলদে ছিটা ও পাতার মোজাইক রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে পাটের পাতায় অসমান হলদে ছিটা দাগ পড়ে। পাটের এ রোগটি পাটের জীবনচক্রে যে কোন সময় হতে পারে। পাট গাছ বড় হবার সাথে সাথে পাট গাছের পাতায় সবুজ রং হারিয়ে হলদে সবুজ ছিটা দাগ পড়ে, আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধি কমে যায় এবং আঁশের পরিমাণ শতকরা ১৫-২০ ভাগ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। সাদা মাছি আক্রান্ত গাছের রস খেয়ে সুস্থ গাছের পাটের রস খাওয়ার সময় এ রোগ ছড়ায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে আক্রান্ত চারা দেখা মাত্র তা তুলে ফেলতে হবে। কোন ক্রমেই হলদে সবুজ ছিটা পড়া আক্রান্ত গাছ জমিতে রাখা যাবে না। সুস্থ গাছের জন্য মাঝে মাঝে পাট ক্ষেতে ডায়াজিনন বা হেমিথ্রিন প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১৫ মিলিঃ পরিমাণ ঔষধ মিশ্রণ তৈরি করে ৩০-৪০ দিন বয়সের গাছে ৭ দিন পর পর ২-৩ বার ছিটানো উচিত। পাট গাছের মাঝামাঝি বয়সের বাড়ন্তকালে যদি এ রোগে ব্যাপকভাবে দেখা দেয় তা হলে ঐ ক্ষেতের পাট গাছ কেটে আঁশ সংগ্রহ করতে হবে। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা একেবারেই নিষিদ্ধ। আক্রান্ত গাছের বীজ সংগ্রহ করে বপন করলে পরবর্তী বছর ব্যাপক ভাবে এ রোগ দেখা দেবে। সাদা মাছি দ্বারা দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণের বিস্তার রোধকল্পে ডায়াজিনন-৬০ইসি/ হেজিনন-৬০ ইসি/ বিটানন-৬০ ইসি/ নোকনন-৬০ইসি এর যে কোন একটি কীটনাশক ১০লিটার পানিতে ১৫মিলিঃ হারে মিশিয়ে ১৫দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

সুস্থ ও নীরোগ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা।রোগ প্রতিরোধ জাতের চাষ করা।

তথ্যের উৎস :

কেনাফ, মেস্তা ও পাটের রোগবালাই এবং ব্যবস্থাপনা, ২০০৩, মোঃ মাহবুবুর ইসলাম।

বাংলাদেশপাটগবেষণাইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৪-০১-২০১৮।

রোগের নাম : আগা শুকিয়ে যাওয়া রোগ

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : মূলত তোষা পাট ও কেনাফে রোগ দেখা যায়। খরার পর ঝড়ে বা অন্য কোন কারণে গাছে আঘাত লাগলে এ রোগ বেশি হতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত অংশ বাদামী রং ধারণ করে এবং পাটের আগা থেকে নিচের দিকে শুকাতে আরম্ভ করে। ফুল আসার পর সচরাচর এ রোগ দেখা দেয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আগা , ডগা , কচি পাতা

ব্যবস্থাপনা :

বীজ বপনের আগে জন্য ভিটাভেক্স ২০০ (০.৪%) / প্রভেক্স-২০০(০.৪%) ৪ গ্রাম ছত্রাক নাশক প্রতি কেজি বীজের সাথে ভাল ভাবে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে অথবা রসুন বাটা ১২৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে ভাল ভাবে মিশিয়ে রোদে শুঁকাতে হবে।রোগ দেখা দেবার সাথে সাথে ডাইথেন এম-৪৫ নামক ছত্রাকনাশক ঔষধ প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম মিশিয়ে ২/৩ দিন পরপর অন্তত ২/৩ বার গাছে স্প্রে করতে হবে।পর্যায়ক্রমে ধান বা অন্যান্য ফসল চাষ করলে রোগ সংক্রামণ কম হয়।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।আক্রান্ত পাট গাছের শিকড়,আবর্জনা ও পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।বীজ বপনের আগে ছত্রাক নাশক দ্বারা বীজ শোধন করে নিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কেনাফ, মেস্তা ও পাটের রোগবালাই এবং ব্যবস্থাপনা, ২০০৩, মোঃ মাহবুবুর ইসলাম।

বাংলাদেশপাটগবেষণাইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৪-০১-২০১৮।

রোগের নাম : শিকড় গিট

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : কৃমি বা নেমাটোড

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে আক্রান্ত গাছের পাতা ফিকে হয়ে যায় ও গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। আক্রান্ত গাছের শিকড়ে ছোট বড় অনেক গিট দেখা যায়। এসব গিঁটের সঞ্চালন নালীর মধ্যে অসংখ্য কৃমি থাকে। কৃমিগুলো শিকড়ের রস সঞ্চালন নালীর মধ্যে শুড় ঢুকিয়ে স্থায়ী ভাবে আক্রমণ করে।ফলে শিকড় পচে যায় এবং আক্রান্ত গাছ মারা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড়

ব্যবস্থাপনা :

যে সব পাটের জমিতে এ রোগ দেখা দেয়, পরবর্তীতে রবি মৌসুমে ঐ সব জমিতে সরিষা, গম, যব, ভুট্টা, চিনা ইত্যাদির এবং খরিফে ধান, কাউন, শন, জোয়ার ইত্যাদি বপন করা হলে নিমাটোড কমতে থাকে। রাসায়নিক ঔষধ ফুরাডান-৫ জি, ৪০ কেজি প্রতি হেক্টরে প্রয়োগ করে নিড়ানী এবং চূড়ান্ত ভাবে গাছ পাতলা করে দিতে হবে। সম্ভব হলে জমি পতিত বা পর্যায়ক্রমে মেস্তার চাষ করা যেতে পারে। বপনের কিছু দিন আগে চাষ করে জমি রোদে ফেলে রাখতে হবে। পাট ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে কারণ কৃমি বেশ কয়েক প্রকার আগাছার শিকড়ে অবস্থান করতে পারে। শক্ত ও ভিজা মাটিতে কৃমি বেশি দিন বাঁচতে পারে না। সে জন্য সম্ভব হলে আক্রান্ত পাট ক্ষেত কমপক্ষে ১০ দিন পানি আটকে রাখতে পারলে অনেক কৃমি মারা যায়।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পাট চাষের পূর্বে জমির আগাছা নির্মূল করা।কারন আগাছা কৃমির আবাসস্থল।মাটিতে বেশি পরিমান খৈল সার দেওয়া।এতে কৃমির আক্রমণ কমে।

তথ্যের উৎস :

কেনাফ, মেস্তা ও পাটের রোগবালাই এবং ব্যবস্থাপনা, ২০০৩, মোঃ মাহবুবুর ইসলাম।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৪-০১-২০১৮।

রোগের নাম : শিকড় পচা বা ঢলে পড়া

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : ছোট ও বড় উভয় প্রকার গাছই এই রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের ডগা ঢলে পড়ে। মাটির সংলগ্ন গাছের গোঁড়ায় বাদামি অথবা কালো রঙের দাগ পড়ে। এই দাগ ক্রমশ উপরের দিকে বড় হয় এবং আক্রান্ত অংশের কোষে পচন ধরে । সবশেষে সম্পূর্ণ গাছটাই ঢলে পড়ে এবং শুকিয়ে মারা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড়

ব্যবস্থাপনা :

জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। পাট কাটার পর জমির আগাছা, আবর্জনা একত্রিত করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। নীরোগ পাট গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। গাছের ৭০% ফল পাকলেই বীজ কেটে ফেলা উচিত। দেরি করলে ছত্রাক সংক্রমিত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। আক্রান্ত জমিতে ২-৩ বছর তোষা পাটের আবাদ না করে দেশি পাটের আবাদ করা যেতে পারে। ঢলে পড়া বা শিকড় পচা কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রধান উপায় হল বীজ শোধন। বীজ বপনের আগে জন্য ভিটাভেক্স ২০০ (০.৪%) / প্রভেক্স-২০০(০.৪%) ৪ গ্রাম ছত্রাক নাশক প্রতি কেজি বীজের সাথে ভাল ভাবে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে অথবা রসুন বাটা ১২৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে ভাল ভাবে মিশিয়ে রোদে শুঁকাতে হবে। বপনের আগে বীজ শোধনের ফলে রোগের প্রকোপ অনেক কমে যায়। শোধন করা সম্ভব না হলে বপনের আগে বীজ রোদে ভালভাবে শুঁকাতে হবে। জমিতে চারা অবস্থা থেকে শুরু করে ফসল কর্তন পর্যন্ত যখনই রোগের প্রকোপ দেখা দিবে তখনই ছত্রাক নাশক ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমে রোগাক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলতে হবে। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ অথবা ম্যানার-৪৫ গুলে ৩-৪ দিন অন্তর ২-৩ বার করে জমিতে ছিটাতে হবে। গাছের বয়স অনুসারে একর প্রতি ৩৫০-৪৫০ লিটার ঔষধ মিশানো পানি ছিটানো যেতে পারে। জমিতে সর্বদা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

সুস্থ,সবল ও নীরোগ গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করুন।বীজ বপনের আগে ছত্রাক নাশক দ্বারা বীজ শোধন করা।জমি আগাছা মুক্ত রাখা ও ফসল কাটার পর গোঁড়া,শিকড় অন্যান্য আবর্জনা পুড়ে ফেলা। জমি হতে পানি নিকাশের ভাল ব্যবস্থা করা।

তথ্যের উৎস :

কেনাফ, মেস্তা ও পাটের রোগবালাই এবং ব্যবস্থাপনা, ২০০৩, মোঃ মাহবুবুর ইসলাম।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৬-০১-২০১৮

রোগের নাম : কান্ডপচা

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : বীজ অঙ্কুরোদগমের সময় চারা গাছের বীজপ্ত্রাব কান্ডে ও বীজপ্ত্রে গাঢ় বাদামি রঙের দাগ পড়ে। এই দাগ ক্রমে বড় হয়ে সম্পূর্ণ বীজকে পচিয়ে ফেলে। এর ফলে মাটি হতে বীজ গজানোর পূর্বেই গাছ মরে যায়। আবার কখনও মাটির উপরে আসার পর বীজ গজিয়ে পচে যায়। অনেক সময় অঙ্কুরিত বীজ হতে উৎপন্ন চারাগাছ কিছুটা বড় হওয়ার পর গরম আবহাওয়ায় চারা গাছের কান্ড দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আক্রান্ত গাছ ভাঙ্গে নেতিয়ে পড়ে। বড় চারাগাছে প্রথমে পাতার ফলক আক্রান্ত হয়। এর পর পাতা হতে রোগ বোঁটায় ছড়িয়ে পরে। আক্রান্ত পাতার ফলক দুর্বল হইয়া অনেক সময় ঢলে কান্ডের গায়ে লেগে যায়। এর ফলে দাগ ক্রমশ বাকলে বৃদ্ধি পায়, পরে বাকল পচে যায়। বাকলের এই পচনের ফলে অনেক সময় গাছ মারা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড

ব্যবস্থাপনা :

পাটের কান্ডপচা রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য রোগ মুক্ত গাছ থেকে সুস্থ বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বপনের পূর্বে পাট বীজ ছত্রাক নাশক দ্বারা শোধন করে নিতে হবে। বীজ শোধনের জন্য ভিটাভেক্স ২০০ (০.৪%)/ প্রোভেক্স-২০০ (০.৪%) ৪গ্রাম ছত্রাক নাশক প্রতি কেজি বীজে ব্যবহার করতে অথবা রসুন বাটা ১২৫গ্রাম/কেজি বীজ এর সাথে মিশিয়ে ব্যবহারে যথেষ্ট সুফল দেয়। বপনের আগে বীজ শোধনের ফলে রোগের প্রকোপ অনেক কমে যায়। শোধন করা সম্ভব না হলে বপনের আগে বীজ ভালভাবে শুকাতে হবে। পর্যায়ক্রমে ধান বা অন্যান্য ফসল চাষ করলে রোগ সংক্রামক হতে পারে না। পাটের শিকড়, আবর্জনা ও পরিত্যক্ত অংশ একত্রিত করে পুড়িয়ে ফেললে রোগের উৎস কমে যায়। ফলে রোগ সংক্রামণ হ্রাস পায়। আক্রমন বেশী হলে ডাইথেন এম-৪৫ অথবা ম্যানার এম-৪৫ অথবা এনডোফিল এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম ঔষধ মিশিয়ে গাছের গোঁড়ার মাটিতে ২/৩ দিন পর পর স্প্রে মেশিনের সাহায্যে ছিটিয়ে এ রোগের আক্রমন কমানো সম্ভব।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

সুস্থ,সবল ও নীরোগ গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করুন।বীজ বপনের আগে ছত্রাক নাশক দ্বারা বীজ শোধন করা।ফসল কাটার পর গোঁড়া,শিকড় অন্যান্য আবর্জনা পুড়ে ফেলা। জমি হতে পানি নিকাশের ভাল ব্যবস্থা করা।

তথ্যের উৎস :

কেনাফ, মেস্তা ও পাটের রোগবালাই এবং ব্যবস্থাপনা, ২০০৩, মোঃ মাহবুবুর ইসলাম।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৬-০১-২০১৮।

রোগের নাম : কালোপট্টি

রোগের স্থানীয় নাম : নেই

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে আক্রান্ত গাছের গোঁড়ার দিকে মাটি হতে কিছু উপরে বাদামি রঙের দাগ পড়তে দেখা যায়। ক্রমশ এই দাগ কালচে রঙ ধারণ করে। দাগ বৃদ্ধির সাথে সাথে এটা কান্ডকে ঘিরে ফেলে। এ জন্য এই রোগকে কালোপট্টি রোগ বলে। এই বেষ্টনী ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে থাকে। একাধিক কালোপট্টি গাছের কান্ডে দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত গাছ নিস্তেজ হয়ে যায় এবং পাতা ঝরে পড়ে। অনেক সময় গাছের কান্ড এতই দুর্বল হয় যে বাতাসে ভেঙ্গে যায়। পাতা বিহীন মৃত কান্ডগুলোর গায়ে হাত দিয়ে ঘষা দিলে হাত কালো হয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড

ব্যবস্থাপনা :

পাটের কালোপট্টি রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য রোগ মুক্ত গাছ থেকে সুস্থ বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বপনের পূর্বে পাট বীজ ছত্রাক নাশক দ্বারা শোধন করে নিতে হবে। বীজ শোধনের জন্য ভিটাভেক্স ২০০ (০.৪%)/ প্রোভেক্স-২০০ (০.৪%) ৪গ্রাম ছত্রাক নাশক প্রতি কেজি বীজে ব্যবহার করতে অথবা রসুন বাটা ১২৫গ্রাম/কেজি বীজ এর সাথে মিশিয়ে ব্যবহারে যথেষ্ট সুফল দেয়। বপনের আগে বীজ শোধনের ফলে রোগের প্রকোপ অনেক কমে যায়। শোধন করা সম্ভব না হলে বপনের আগে বীজ ভালভাবে শুকাতে হবে। পর্যায়ক্রমে ধান বা অন্যান্য ফসল চাষ করলে রোগ সংক্রামক হতে পারে না। পাটের শিকড়, আবর্জনা ও পরিত্যক্ত অংশ একত্রিত করে পুড়িয়ে ফেললে রোগের উৎস কমে যায়। ফলে রোগ সংক্রামণ হ্রাস পায়। আক্রমন বেশী হলে ডাইথেন এম-৪৫ অথবা ম্যানার এম-৪৫ অথবা এনডোফিল এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম ঔষধ মিশিয়ে গাছের গোঁড়ার মাটিতে ২/৩ দিন পর পর স্প্রে মেশিনের সাহায্যে ছিটিয়ে এ রোগের আক্রমন কমানো সম্ভব।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

সুস্থ,সবল ও নীরোগ গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করুন।বীজ বপনের আগে ছত্রাক নাশক দ্বারা বীজ শোধন করা।ফসল কাটার পর গোঁড়া,শিকড় অন্যান্য আবর্জনা পুড়ে ফেলা। জমি হতে পানি নিকাশের ভাল ব্যবস্থা করা।

তথ্যের উৎস :

কেনাফ, মেস্তা ও পাটের রোগবালাই এবং ব্যবস্থাপনা, ২০০৩, মোঃ মাহবুবুর ইসলাম।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৬-০১-২০১৮।

তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : জমি পরিদর্শন করে পাট কাটার সঠিক সময় যাচাই করুণ। আঁশের জন্য বপনের ১০০ -১২০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ ভাল। ফুল ফোটার সময় পাট কাটা হলে আঁশের মান খুবই ভাল হয়। ফল ধরার সময় কাটলে বীজ বেশি হলেও আঁশের মান ও পরিমাণ ভালো থাকে না।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

১-১.৫ কেজি আশঁ মুঠি (গিরা) বেধে রোদে শুকাতে হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

পাট কাটার পর পাতা ঝরানোর জন্য কাটা পাটগুলো আটি বেঁধে ৩-৪ দিন জমিতে গাদা করে রাখতে হবে ।১৫-২২ সেমি/৬-৯ ইঞ্চি ব্যাসের আটি বাধতে হবে। পাট পচানোর জন্য মৃদু স্রোতযুক্ত পরিষ্কার পানিতে জাগ দিতে হবে। পাট তাড়াতাড়ি পচানো এবং আঁশের রং উজ্জ্বল হওয়ার জন্য ১০০টি কাঁচা পাটের আটি জন্য১কেজি ইউরিয়া সার জাগে ছিটিয়ে দিতে হবে। ১০-১২ দিন পর জাগ হতে ৫-১০ টি পাট বের করে পচন পরিক্ষা করুন । যদি দেখেন যে পাট হতে আঁশ বের হয়ে যায় বুঝতে হবে পাট পচন সম্পন্ন হয়েছে । পাট হতে আশঁ ছড়ানোর পর ভালোভাবে ধুয়ে আটি বেঁধে রোদ্রযুক্ত স্থানে বাঁশের আড় বানিয়ে পাট শুকানো হয়। বীজের জন্য গাছ হতে ফল সংগ্রহের পর ২ দিন উজ্জ্বল রোদে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বীজ বের করতে হবে। বীজের আর্দ্রতা পাটের বেলায় ১০% এবং তোষা পাটের বেলায় ৮% রাখতে হবে। পানির স্বল্পতা থাকলে রিবন রেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। এতে উন্নতমানের আঁশ পাওয়া যায়।

সংরক্ষণ : আশঁ রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে মাচা বা গুদামে রাখতে হবে ।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৯-০২-২০১৮।

বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন :

সনাতন পদ্ধতি - ১। জমি ও মাটি নির্বাচন, ২।জাত নির্বাচন, ৩।জমি তৈরি,৪। পৃথকীকরন দূরত্ব,৫। বীজ বপন,৬। বীজ ফসলের পরিচর্যা, ক) জমিতে সেচ দেওয়া খ) আঁচড়া দেওয়া গ) আগাছা দমন ঘ) চারা পাতলাকরন উ) রোগিং (বীজাত বাছাইকরন) চ) বালাইদমন ব্যবস্থা জ) সময় মত বীজ কর্তন ঝ) বীজ সংগ্রহ ২) আধুনিক পদ্ধতিতে পাট বীজ উৎপাদনঃ জমি তৈরিঃসারের মাত্রাঃ (হেক্টর প্রতি) ৭-১২ টন পচা গোবর, ইউরিয়া ৫০-৮০ কেজি, টিএসপি ৪০-৫০কেজি, এমওপি ২০-২৫ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। কান্ড ও ডগা নির্বাচনঃ গাছের বয়স ১০০-১২০ দিন হলে ৮থেকে ১০ ইঞ্চি লম্বা ডগা কেটে ঐ দিনই ৬ ইঞ্চি দূরে দূরে সারি করে ২ইঞ্চি গভীরে ৪৫ ডিগ্রি কোণে হেলানো অবস্থায় কর্দমাক্ত জমিতে রোপণ করতে হবে। যথারীতি পরিচর্যা যেমন রোগিং, বালাই দমন, কর্তন, মাড়াই, ঝাড়াই ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ:

পাট বীজ সংরক্ষণের ধাপ তিনটি ১। বীজ সংগ্রহের পর তা দ্রুত রোদে শুকিয়ে বীজের আদ্রতা দেশি পাট বীজের ক্ষেত্রে ৮-১০% এবং তোষা পাট বীজের ক্ষেত্রে ৬-৮% এ রাখতে হবে। ২। বীজ সংরক্ষণের পূর্বে হোমাই (০.৩%), থায়োবেনডাজল (০.৬%) ছত্রাক নাশক দ্বারা বীজ শোধন করতে হবে। ৩। শোধন কৃত বীজ লেমুফইয়েল বা বায়ু রোধক টিনের পাত্রে সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়াও রসুনের পেস্ট দ্বারা বীজ শোধন করা যায়। প্লাস্টিকের বায়ু রোধক টিন এবং বীজের পরিমান বেশি হলে ড্রামে সংরক্ষণ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৯-০২-১৮।

কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
১। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ২। সরকারি অণুমোদিত সকল বীজ ডিলার ৩। বিশ্বস্ত বীজ ব্যবসায়ী

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও সরকার অনুমোদিত সার ও বালাইনাশক ডিলার।

সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, খন্ড-২, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১২-০১-১৮।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১২-০১-১৮।

খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : বারি সোলার পাম্প

ন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের ক্ষমতা : গড় পানি নির্গমন ক্ষমতা প্রতি মিনিটে ১৪০ লিটার।

যন্ত্রের উপকারিতা :

কৃষিতে সৌর পাম্প সেচ পদ্ধতি ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের বিকল্প, দূষণমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব। বাংলাদেশে ১৭.৫ লক্ষ সেচ যন্ত্র রয়েছে যার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ ডিজেল চালিত। প্রতি বছর ডিজেলের দাম বেড়েই চলছে, সেই হিসেবে বারি সোলার পাম্প ডিজেল চালিত পাম্পের বিকল্প হতে পারে।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

১। বারি উদ্ভাবিত সেন্ট্রিফিউগাল টাইপ সৌর পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সেচের জন্য উপযোগী। ২। এই পাম্প দ্বারা ২০ ফুট গভীরতা থেকেও পানি তোলা যায়। ৩। এই পাম্প চালনায় তৈল ও জ্বালানি লাগে না। ৫।এই পাম্প ৯০০ ওয়াট সোলার প্যানেল দ্বারা চালনা করা হয়। ৬। এ পাম্পে কোন ব্যাটারি লাগে না।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

বাজারজাত করণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

শ্রমিক, নৌকা, ঠেলাগাড়ি ও গরুর গাড়ি

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ট্রলি, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

দড়ি, শিকা, পাপোষ, পাটখড়ি, বেড়া, পানের বরজ ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

চট, ছালার বস্তা, ব্যাগ,শতরঞ্জি, কার্পেট, পর্দার কাপড়, সোফার কাপড়, শপিং ব্যাগ, জায়নামাজ এবং সবুজ পাট কাগজ কল ও পাটখড়ি হার্ডবোর্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), ১৯-০২-২০১৮